প্রাথমিকের শিশুদের স্বর্ণ কাপ ফুটবলের ফাইনাল ২০ জুন

নিজস্ব প্রতিবেদক : প্রায় আড়াই মাস ধরে সারা দেশে চলমান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব আগামী ২০ জুন শনিবার ঢাকার আর্মি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান উপস্থিত থেকে ছোটদের ফুটবল উপভোগ করবেন। গতকাল বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের ফুটবল প্রতিযোগিতার বিস্তারিত তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা মাহদী আমিন। এপ্রিলে শুরু হয়ে গত প্রায় আড়াই মাস ধরে বাংলাদেশের তৃণমূল থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত ৬৫ হাজার ৩৪২টি স্কুল থেকে ১১ লাখ ছাত্র ও ১১ লাখ ছাত্রী এই ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। গ্রাম থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকায় চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেছেন তারা।

প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (বালিকা) শাখায় ময়মনসিংহের নান্দাইলে উপজেলার আচারগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মুখোমুখি হবে পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার জোরগাছা ইউনাইটেড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। আর বালক শাখায় ময়মনসিংহের দড়িরামপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মুখোমুখি হবে বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার দাড়িয়াল মিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন বলেন, ২০ জুন ফাইনাল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাতীয় আর্মি স্টেডিয়ামে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন। আমাদের শিশুরা যখন দেখবে এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করার কারণে জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে, স্বাভাবিকভাবেই তারা অনেক বেশি অনুপ্রাণিত হবে। আমাদের লক্ষ্য ধারাবাহিকভাবে অন্তত ৫০ লাখ শিক্ষার্থী যেন পরবর্তী ফুটবল টুর্নামেন্টগুলোতে অংশ নেয়।

মাহদী আমিন আরও জানান, ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত স্টার্টআপ সায়েন্স প্রজেক্ট এবং ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিংয়ের একটি প্রতিযোগিতাও চলছে। এই প্রতিযোগিতায় ১২ হাজার টিম অংশ নিচ্ছে। প্রতিটি দলে তিনজন শিক্ষার্থী দুজন শিক্ষক, অর্থাৎ ৩৬ হাজার শিক্ষার্থী ১২ হাজার শিক্ষক এই উদ্যোগে যুক্ত আছেন। তাদের বিভিন্ন রকমের উদ্যোক্তামূলক চিন্তাভাবনা কী রয়েছে, কী ধরনের উন্নত বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা রয়েছে এবং সেগুলোকে আমরা কমার্শিয়ালাইজ করার চিন্তা করছি। ভালো উদ্যোগে ফান্ডিং করার চিন্তাও রয়েছে। আগামী ২৯ জুন বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ বলেন, প্রায় ২০ লাখ শিক্ষার্থীরা গত আড়াই মাস ধরে ইউনিয়ন থেকে বিভাগীয় পর্যায়ের ধাপ অতিক্রম করার পর মেয়েদের দুটি দল এবং ছেলেদের দুটি দল চূড়ান্ত পর্বে খেলবে। প্রধানমন্ত্রী চূড়ান্ত পর্বে উপস্থিত থাকবেন। যারা চ্যাম্পিয়ন হবে তাদের প্রাথমিক এবং গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সামনে ফিফার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। শিশুদের যারা এই গোল্ড কাপগুলো জিতবে, তারা আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় হবে।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী আনম এহছানুল হক মিলন উপস্থিত ছিলেন। তিনি সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি এত বড় প্রতিযোগিতা গণমাধ্যমের সাড়া না পাওয়ায় আক্ষেপ প্রকাশ করেন।

কড়া নিরাপত্তা যেন জনগণ

(প্রথম পাতার পর)

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রাখা জরুরি। একটি বিশেষায়িত বাহিনী হিসেবে সাহস, দক্ষতা, কৌশল এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে এসএসএফ-এর পিছিয়ে থাকার কোনো সুযোগ নেই। তিনি বলেন, আজ থেকে ৪০ বছর আগে সময়ের প্রয়োজনে এই বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে ১৯৯১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর নাম পরিবর্তন করে 'এসএসএফ' নামে এই বিশেষ বাহিনী যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আজ পর্যন্ত এই বিশেষ নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন ও আছেন সবাইকে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানাই।

এসএসএফ এর অসাধারণ ভূমিকার বিষয়ে তারেক রহমান বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়া বিভিন্ন মেয়াদে সরকার প্রধান থাকাকালে এবং সর্বশেষ জীবনের শেষদিনগুলোতে তিনি এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় এসএসএফ অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছে।

তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম নামাজে জানাজা আয়োজনের ক্ষেত্রেও প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে এসএসএফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার প্রধান হিসেবে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে এসএসএফে'র কার্যক্রম সরাসরি প্রত্যক্ষ করছি।

এসএসএফে'র কার্যক্রমের সঙ্গে আমার পরিচয় নতুন নয়। মরহুমা প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যখন সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তখন থেকেই অর্থাৎ আমার তরুণ বেলা থেকেই আমি এসএসএফ'র কার্যক্রমের সঙ্গে পরিচিত।

তিনি বলেন, গত ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বিএনপি জনগণের রায় পায়। এরপর ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছে। রাষ্ট্রীয় নিয়ম অনুযায়ী, সরকার প্রধানের জন্য এসএসএফ সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণের দুর্ভোগ লাঘব করে সড়কে যানবাহনের চলাচল স্বাভাবিক রাখতে আমার গাড়িবহরের আকার সীমিত করেছি। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর পরিবর্তে এসএসএফকে দক্ষতা ও নিরাপত্তা কৌশলের উপর বেশি জোর দিতে হচ্ছে। আপনারা সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বলেন, একটি গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান হিসেবে রাজধানী ঢাকা ও ঢাকার বাইরে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রায়ই জনসভা ও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করতে হয়। এই ধরনের অনুষ্ঠানে ব্যাপক জনসমাগমের মধ্যে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কিছুটা জটিল।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে একদিকে সরকার প্রধানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রাখা অপরদিকে নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত রাখা এই দুটির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেই এসএসএফ-কে নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করতে হয়। এ ধরণের পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু ও সমন্বিতভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এসএসএফে'র কর্মদক্ষতাও প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

এসএসএফ-এর নবনির্মিত অত্যাধুনিক ফায়ারিং রেঞ্জ এর বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পেশাগত কর্মদক্ষতা বাড়াতে নবনির্মিত এই ফায়ারিং রেঞ্জ নিঃসন্দেহে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। আশা করি, নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন ও পেশাগত কর্মদক্ষতা বাড়াতে আপনারা এই ফায়ারিং রেঞ্জের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করবেন।

রেড বুকের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা জরুরি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০২ সালের পর এসএসএফ'এর 'রেড বুক' পুনরায় সংস্কার করে বর্তমানে আরও আধুনিক ও সময়োপযোগী করা হয়েছে। এটি এসএসএফে'র কর্মপদ্ধতির নীতিমালা প্রদানের পাশাপাশি আইনি সুরক্ষাও নিশ্চিত করেছে।

তিনি বলেন, এসএসএফ'র মত বিশেষায়িত বাহিনীর জন্য আধুনিক নিরাপত্তা কৌশল ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি প্রতিটি সদস্যের সাহস, সততা, বিশ্বস্ততা সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব এবং সর্বোপরি 'চেইন অফ কমান্ড' এর বিষয়গুলো কঠোরভাবে মেনে চলা অপরিহার্য।

তারেক রহমান বলেন, রাষ্ট্র প্রধান, সরকার প্রধান এবং দেশে-বিদেশে রাষ্ট্রঘোষিত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সঙ্গে দেশের জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টিও জড়িত।

তিনি বলেন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে দেশের অন্য নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমেই এসএসএফ-কে নিরাপত্তা কৌশল নিশ্চিত করতে হয়। সমন্বয় যত বেশি করা যায়, নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ততবেশি সুচারুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের সেনা, নৌ, বিমান, পুলিশ এবং আনসার বাহিনীর মধ্য থেকে দক্ষ কর্মকর্তাদের বাছাই করেই এসএসএফ গঠন করা হয়। এরপর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তার উপর আপনাদের দেশে বিদেশে উন্নত মানের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়।

আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এসএসএফ-কে আরও কর্মদক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন তিনি। এসএসএফ সদস্যদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে, দেশপ্রেমের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আপনারা সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখবেন, এই প্রত্যাশা করছি।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রীপরিষদ সদস্যবৃন্দ, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানগণ, এসএসএফ প্রধান এবং বিভিন্ন কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রোহিঙ্গাদের জন্য আরো

(প্রথম পাতার পর)

বাংলাদেশ এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। ২০ জুন 'বিশ্ব শরণার্থী দিবস' উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ সহায়তার ঘোষণা এল।

ইউএনএইচসিআরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের এই নতুন অর্থায়ন মূলত মানবিক সহায়তার পাশাপাশি শরণার্থীদের স্বনির্ভরতা ও স্থানীয় বাংলাদেশিদের সক্ষমতা বাড়াতে ব্যয় করা হবে। কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থী ও স্থানীয় বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর প্রায় ৭০ হাজার মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জীবনমান উন্নয়নে এটি সরাসরি ভূমিকা রাখবে। এ ছাড়া পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় এই তহবিলের আওতায় লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বা রান্নার ক্লিন গ্যাস সরবরাহ করা হবে। এলপিজি ব্যবহারের ফলে রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের বনাঞ্চল থেকে কাঠ কুড়ানোর ঝুঁকি কমবে এবং রান্নার ধোঁয়াজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি ও বনের ওপর চাপ কমবে।

এদিকে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত ও প্রতিনিধিদলের প্রধান মাইকেল মিলার এই দীর্ঘস্থায়ী সংকট মোকাবিলায় সাড়া দেওয়ার পদ্ধতি পরিবর্তনের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, ইইউ রোহিঙ্গা শরণার্থী ও তাদের আশ্রয়দানকারী বাংলাদেশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পাশে থাকতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই ১৪ মিলিয়ন ইউরো স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের জন্য শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা ও আয়বর্ধক কাজের সুযোগ বাড়াবে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের মর্যাদা রক্ষা করা, তাদের সক্ষমতা বাড়ানো এবং এমন কিছু বাস্তবমুখী দক্ষতা শেখানো, যাতে ভবিষ্যতে পরিস্থিতি অনুকূলে এলে তারা নিজ দেশ মিয়ানমারে স্বেচ্ছায়, নিরাপদে ও সসম্মানে ফিরে গিয়ে নিজেদের জীবন নতুন করে গড়ে তুলতে পারে।

ইউএনএইচসিআরের বাংলাদেশ প্রতিনিধি ইভো ফ্রেইসেন এই অবিচল সমর্থনের জন্য ইইউকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, দীর্ঘ ৯ বছর ধরে চরম কষ্টের মধ্যে থাকা পরিবারগুলোর মৌলিক চাহিদা পূরণ, সুরক্ষা ও সুন্দর ভবিষ্যতের আশা বাঁচিয়ে রাখতে এই সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কক্সবাজারের শরণার্থীশিবিরগুলোর জনাকীর্ণ পরিবেশ ও সীমিত সম্পদের কারণে রোহিঙ্গারা প্রতিনিয়ত নানামুখী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন। বিশেষ করে, নারী ও শিশুরা মানব পাচার, শোষণ ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার চরম ঝুঁকিতে থাকে।

নতুন এই অনুদানের মাধ্যমে ক্যাম্পের ভেতরে নিরাপদ আশ্রয়স্থল নির্মাণ, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা এবং কার্যকর কমিউনিটি-ভিত্তিক সুরক্ষাব্যবস্থা শক্তিশালী করা হবে। এর ফলে শরণার্থীদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা সহজ হবে বলে মনে করছে জাতিসংঘ।

ইউএনএইচসিআর রোহিঙ্গা সংকটের জন্য গৃহীত ২০২৫-২৬ জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যানের (জেআরপি) আওতায় বাংলাদেশ সরকার ও আন্তর্জাতিক দাতাদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে। চলতি বছরে ১২ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীর জরুরি চাহিদা পূরণ এবং নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের পরিবেশ তৈরিতে ৭১ কোটি মার্কিন ডলার (৭১০ মিলিয়ন ডলার) প্রয়োজন হবে বলে ইউএনএইচসিআরের পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এমপিরা ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী

(প্রথম পাতার পর)

ঝুঁকিয়ে সম্মান প্রদর্শনের বিষয়ে আপত্তি জানান। সেদিন স্পিকার জানিয়েছিলেন, সংসদের কার্যপ্রণালি বিধি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবেন। এরপর গতকাল বুধবার বিএনপির সংসদ সদস্য জয়নাল আবদিন ফারুকও বিষয়টি সুরাহার জন্য অনুরোধ জানান।

হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, তিনি জানিয়েছিলেন বিষয়টি পরীক্ষা করে জানানো হবে। সে পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন। তিনি জানান, জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালি বিধির ২৬৭(১) ধারায় বলা আছেড় 'সংসদের বৈঠক চলাকালে কোনো সদস্য সংসদে প্রবেশ করার বা সংসদকক্ষ ত্যাগ করার সময় এবং তাঁহার আসন গ্রহণ বা ত্যাগ করার সময়ে সভাপতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবেন।'

স্পিকার বলেন, এ বিধিতে ২০০৬ সালে সংশোধন করে 'ঝুঁকিয়া' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। ২০০৬ সালের ২০ সেপ্টেম্বর অষ্টম সংসদে কার্যপ্রণালি বিধি-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি রিপোর্ট দেয়। ২৬ সেপ্টেম্বর এটি সংসদে গৃহীত হয়। সংসদ সদস্যদের উদ্দেশে স্পিকার বলেন, 'মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আপনারা যাঁর যাঁর ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী স্পিকারের চেয়ারের প্রতি সম্মান জানাবেন।'

সংলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশ

(প্রথম পাতার পর)

এবং হাইতির দিকে। কিন্তু বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তে শত শত শিশু ও নারীর জীবন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। শিশুরা ক্ষুধায় কাঁদছে। নারীরা খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাচ্ছেন। জাতিসংঘের মহাসচিব এই বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন?

জবাবে জাতিসংঘ মহসচিবের মুখপাত্র বলেন, 'দেখুন, আমি মনে করি বিষয়টি দুই দেশের সংলাপের মাধ্যমে সমাধান করা উচিত এবং এতে মানুষের মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদার প্রতি পূর্ণ সম্মান থাকতে হবে।'

দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্নে ডুজারিকের কাছে জানতে চাওয়া হয়, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (জিএ) নবনির্বাচিত সভাপতি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে রোহিঙ্গাবিষয়ক উচ্চ প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। আর কয়েক মাস পর তিনি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে নতুন দায়িত্বে কাজ শুরু করবেন। অন্যদিকে মহাসচিব এর আগে শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাহলে এখন কি আমরা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে আশাবাদী হতে পারি?

জবাবে ডুজারিক বলেন, 'সাধারণ পরিষদের সভাপতির ভূমিকা হলো সাধারণ পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনা করা। তাই মহাসচিব এবং সাধারণ পরিষদের সভাপতির মধ্যে যে যোগাযোগ হবে, তা সাধারণ পরিষদ-সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করেই হবে। আর রোহিঙ্গাবিষয়ক কাজ চলতে থাকবে।'

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে হামাস

(প্রথম পাতার পর)

এনডিটিভির জ্যেষ্ঠ নির্বাহী সম্পাদক আদিত্য রাজ কাউলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব দাবি করেছেন তিনি।

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে হামাস-সংশ্লিষ্ট তৎপরতায় মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে চরমপন্থী প্রভাব ছড়িয়ে পড়ার বিষয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ইসরায়েলি ওই রাষ্ট্রদূত। সাক্ষাৎকারে আঞ্চলিক কূটনীতিতে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পাকিস্তানের ভূমিকা নিয়ে গভীর সংশয় প্রকাশ ও চরমপন্থা মোকাবিলায় ইসলামাবাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মাঝে সেতু হিসেবে কাজ করার জন্য পাকিস্তানের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রিউভেন আজার বলেন, ইসরায়েল পাকিস্তানকে বিশ্বাস করে না এবং তাদের কূটনৈতিক অবস্থানকে সতর্কতার সঙ্গে দেখে। ইসলামাবাদ নিজেকে আঞ্চলিক শান্তি প্রচেষ্টার অংশীদার হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে এবং একই সঙ্গে কট্টরপন্থী গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন দেওয়া ও অঞ্চলের কিছু অংশে অস্থিরতা তৈরির অভিযোগ নিয়ে নজরদারির মুখোমুখি হচ্ছে। এর মাঝেই ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত এসব মন্তব্য করেছেন।

তিনি বলেন, ''এমন কিছু দেশ আছে যারা মনে করে, শান্তি মানে এমন এক পরিস্থিতির প্রচার করা, যেখানে ইসরায়েলের কোনও অস্তিত্ব থাকবে না।'' রিউভেন আজার বলেন, শান্তির বিষয়ে ইসরায়েলের ধারণা অঞ্চলের কিছু পক্ষের চেয়ে মৌলিকভাবেই আলাদা। এছাড়া কেবল পাকিস্তানের উদ্দেশ্য নিয়েই যে ইসরায়েল প্রশ্ন তুলছে তা নয়; আঞ্চলিক বিষয়ে কাতারের ভূমিকারও সমালোচনা করেন তিনি।

এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি এই রাষ্ট্রদূতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দাবিটি ছিল হামাসকে কেন্দ্র করে। আজারের মতে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী হামাসের হামলার পর থেকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হামাসের সম্ভাব্য কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছে ইসরায়েল। কিছু প্রতিবেদন প্রকাশ্যে থাকা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে বলে স্বীকার করলেও তিনি বলেছেন, এর বাইরেও কিছু কার্যক্রম থাকতে পারে; যা জনসাধারণের নজরের আড়ালে রয়েছে।

আমরা পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হামাসের কার্যক্রমের ওপর নজর রাখছি মন্তব্য করে রিউভেন আজার বলেন, চরমপন্থী সংগঠনগুলো ৭ অক্টোবরের হামলাকে অন্য জায়গায় কার্যক্রম চালানোর একটি মডেল কিংবা উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারে। এই বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন, এ ধরনের পরিস্থিতি ওই অঞ্চলের সরকারগুলোর জন্য উদ্বেগের কারণ হওয়া উচিত। তিনি বলেন, ইসরায়েল তাদের এই উদ্বেগের কথা ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছে। ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত বলেন, চরমপন্থী আন্দোলনের ওপর নজর রাখেন এমন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা ও ব্রিফিংয়ের জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহিত করেছেন। একই সঙ্গে তিনি জোর দিয়ে বলেন, কট্টরপন্থী নেটওয়ার্কের সম্ভাব্য বিস্তার একটি বড় ধরনের নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ। আজহার পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থার কিছু অংশের বিরুদ্ধে ইহুদি-বিদ্বেষী মনোভাবকে উসকে দেওয়ার অভিযোগ করেছেন। পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের কিছু মন্তব্যের সূত্র ধরে তিনি বলেছেন, এ ধরনের বক্তব্য ইসরায়েল এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার প্রতি ইসলামাবাদের দৃষ্টিভঙ্গির অর্থপূর্ণ পরিবর্তনের ওপর আস্থা রাখার সুযোগ কমিয়ে দেয়।

ইরানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা চলমান কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাঝে ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূতের এই সাক্ষাৎকার নিয়েছে এনডিটিভি। আঞ্চলিক কূটনীতি এবং তেহরানের সঙ্গে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে আজার বলেন, ইরানকে যুক্ত করে হওয়া যেকোনও চুক্তি যেন নিরাপত্তা উদ্বেগ এবং আঞ্চলিক হুমকিগুলোর সমাধান করে, সেদিকেই ইসরায়েলের মূল মনোযোগ রয়েছে। *সূত্র: এনডিটিভি।*

লটারিভিত্তিক ভর্তি পদ্ধতি

(প্রথম পাতার পর)

যেভাবে স্থানীয় বাস্তবতা বিবেচনায় ভর্তি কার্যক্রম পরিচালিত হতো, নতুন ব্যবস্থাতেও সেভাবেই ক্যাচমেন্ট এরিয়া ও পরীক্ষার সমন্বয় করা হবে। তিনি বলেন, আমরা সেভাবে যাচ্ছি না। আগে যেমন ভর্তি পরীক্ষা ছিল, তেমনই ক্যাচমেন্ট এরিয়া ও পরীক্ষার সমন্বয়ে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। ভর্তি পরীক্ষার ধরন ও কাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি। এ বিষয়ে কাজ চলছে এবং সময়মতো পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা জানানো হবে।

প্রসঙ্গত, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরে লটারিভিত্তিক ভর্তি পদ্ধতি বাতিল করে নতুন ব্যবস্থা চালুর সিদ্ধান্ত এরই মধ্যে জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নতুন ব্যবস্থায় এলাকার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার পাশাপাশি মূল্যায়নেরও সুযোগ রাখা হচ্ছে।

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ২০ জুলাই

আগামী ২০ জুলাই এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহসানুল হক মিলন। তিনি বলেন, চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে। প্রশ্নফাঁস বা কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ছাড়াই পরীক্ষা আয়োজন সম্ভব হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতার ফল। গতকাল বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে ড. এহসানুল হক মিলন এ তথ্য জানান।

প্রস্তাবিত বাজেট বাংলাদেশকে

(প্রথম পাতার পর)

বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এ কথা বলেন। আইনমন্ত্রী বলেন, একসময় বাজেট উপস্থাপনের পর 'গরিব মারার বাজেট' কিংবা 'বড়লোকের বাজেট' বলে সমালোচনা করা হতো। কিন্তু এবারের বাজেটকে ঘিরে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। কারণ এই বাজেট গরিব, মধ্যবিত্ত, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, ব্যবসায়ী ও কর্মপ্রত্যাশী তরুণদের স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনমন্ত্রী বলেন, সরকারের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় এ বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি কোনো একদিনের চিন্তার ফল নয়; বরং দেশের উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দীর্ঘদিনের পরিকল্পনার বাস্তব প্রতিফলন। বাজেটকে স্বপ্নবিলাসী ও উচ্চাভিলাষী বলে সমালোচনার জবাবে মন্ত্রী বলেন, যে জাতি স্বপ্ন দেখতে পারে না, সে জাতি এগিয়ে যেতে পারে না। উচ্চাভিলাষ ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী ও স্বনির্ভর রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে বড় লক্ষ্য নিয়ে এগোতে হবে।

আইনমন্ত্রী বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষি খাতে ভর্তুকি অব্যাহত রাখা হয়েছে। কৃষকদের জন্য কৃষি কার্ড, উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ এবং বিভিন্ন সহায়তা কর্মসূচি রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির আওতা বাড়িয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় সরকারি সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

শিক্ষা খাতের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, শুধু সনদনির্ভর শিক্ষা নয়, কর্মমুখী ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে অতিরিক্ত প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য, যুব উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময় নানা অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। অর্থপাচার, ব্যাংক খাতের দুর্বলতা এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও সরকার একটি বাস্তবমুখী ও উন্নয়নবান্ধব বাজেট প্রণয়ন করেছে।

আইনমন্ত্রী বলেন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য খাল ও নদী পুনঃখনন, ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এবং অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হয়েছে। এসব উদ্যোগ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

পদ্মা সেতুর পিলারের পাশে

(প্রথম পাতার পর)

আয়োজিত বিএসআরএফ সংলাপ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। সংগঠনের সভাপতি মাসউদুল হকের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল্লাহ বাদলের সঞ্চালনায় সংলাপটি অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রী বলেন, পদ্মা সেতুর মতো বড় অবকাঠামো নির্মাণের সময় নদীর মাঝখানে কাজ পরিচালনার জন্য অনেক ক্ষেত্রে অস্থায়ীভাবে মাটি ভরাট, সাপোর্ট স্ট্রাকচার তৈরি এবং যন্ত্রপাতি চলাচলের ব্যবস্থা করতে হয়। নির্মাণ শেষে ঠিকাদারের এসব সাময়িক কাঠামো অপসারণ করার কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ে তা হয়নি। তিনি বলেন, সেতু নির্মাণের সময় কিছু জায়গায় আর্টিফিশিয়াল ফিলিং করা হয়েছিল, যাতে যন্ত্রপাতি ও ভারী যানবাহন চলাচল করতে পারে। প্রকল্প শেষ হওয়ার পর সেগুলো সরিয়ে ফেলার কথা ছিল। কিন্তু সেটা সময়মতো হয়নি। এখন সেই মাটিই অপসারণ করা হচ্ছে। মন্ত্রী আরও বলেন, দীর্ঘদিন পড়ে থাকায় ভরাট করা মাটি শক্ত ও স্বাভাবিক মাটির মতো হয়ে গেছে। ফলে এখন মাটি কাটার দৃশ্য দেখে অনেকের মনে হচ্ছে, সেতুর পিলারের পাশ থেকে মাটি সরানো হচ্ছে এবং এতে ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। বাস্তবে বিষয়টি তা নয়। তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই একটা ভয় তৈরি হয়েছে-পিলারের পাশে মাটি কাটলে সেতু ঝুঁকিতে পড়বে কি না। কিন্তু প্রকৌশলগতভাবে এই মাটির সঙ্গে মূল পিলারের নিরাপত্তার সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। শেখ রবিউল আলম জানান, বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যে সেতু বিভাগের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। তাদের মূল্যায়ন অনুযায়ী, ওই মাটি অপসারণ করলে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ, নৌ চলাচল এবং পরিবেশগত ভারসাম্য আরও ভালো হবে। তিনি বলেন, ফিজিবিলিটি স্টাডি অনুযায়ী ওই আর্টিফিশিয়াল মাটি সরিয়ে ফেলাই যুক্তিযুক্ত। এটি সরালে পানিপ্রবাহ স্বাভাবিক হবে, নৌ চলাচলেও সুবিধা হবে। এ সময় মন্ত্রী স্পষ্টভাবে বলেন, মাটি অপসারণকে কেন্দ্র করে কোনো গোষ্ঠী সুবিধা নিচ্ছে বা মাটি বিক্রির সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে-এমন অভিযোগের ভিত্তি তিনি পাননি। তার ভাষায়, এটা মাটি বিক্রি বা কাউকে লাভবান করার প্রকল্প নয়। এটি মূল নির্মাণকাজেরই অসমাপ্ত অংশ। দেরিতে হওয়ায় এখন বিষয়টি ভিন্নভাবে দেখা হচ্ছে। পদ্মা সেতু ইস্যুতে গণমাধ্যমকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, বড় অবকাঠামোগত প্রকল্প নিয়ে সংবাদ পরিবেশনের আগে আরও গভীরভাবে প্রকৌশলগত বিষয়গুলো বোঝা প্রয়োজন। তিনি বলেন, কোনো সংবাদ প্রকাশের আগে বিষয়টি আরও গভীরভাবে যাচাই করা উচিত। কারণ অবকাঠামোগত অনেক বিষয় সাধারণ দৃষ্টিতে যেমন মনে হয়, প্রকৌশলগত বাস্তবতা অনেক সময় ভিন্ন। প্রয়োজনে সাংবাদিকদের ঘটনাস্থল পরিদর্শনেরও আমন্ত্রণ জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, আপনাদের যদি আরও জানার প্রয়োজন হয়, আমরা ভিজিটের ব্যবস্থা করতে পারি। আপনারা সরেজমিনে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। যদি প্রকল্পের বাইরে কোনো অনিয়ম পাওয়া যায়, অবশ্যই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ সময় সড়ক উন্নয়ন নিয়েও সরকারের পরিকল্পনা তুলে ধরেন মন্ত্রী। তিনি জানান, ভাঙ্গা থেকে বরিশাল পর্যন্ত ২৮ কিলোমিটার সড়ক চার লেনে উন্নীত করা হচ্ছে। এছাড়া ৩০ কিলোমিটার সড়ক দুই লেন থেকে সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। চার লেনে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াও চলছে। রাজধানীর বাস টার্মিনাল ও কাউন্টার ব্যবস্থাপনা নিয়েও বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেন শেখ রবিউল আলম।

চতুর্থ ও ষষ্ঠ শ্রেণিতে চালু

(প্রথম পাতার পর)

উইথ হ্যাপিনেস' বা আনন্দময় শিক্ষা এবং 'টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন' নামে আরও দুটি নতুন বিষয় চালুর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

মাহদী আমিন বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থাকে শুধু সনদনির্ভর না রেখে নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিকতা, সৃজনশীলতা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও কর্মমুখী দক্ষতাভিত্তিক করার লক্ষ্যে সরকারের ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। তিনি বলেন, সরকারের লক্ষ্য এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যেখানে সমতা, ন্যায্যতা এবং সুযোগের সমবণ্টন নিশ্চিত হবে। শহর ও গ্রামের শিক্ষার মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য কমিয়ে এনে দেশের প্রতিটি শিশুর জন্য সমান মানের শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, সরকার এমন শিক্ষা ব্যবস্থা চায়, যা শুধু পরীক্ষার ফলাফল বা সনদ অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং শিক্ষার্থীদের মধ্যে নাগরিক মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ববোধ, নৈতিকতা, পারিবারিক শিক্ষা ও শৃঙ্খলাবোধ গড়ে তুলবে। এ লক্ষ্যেই দেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গার্লস গাইড, বিএনসিসি, রোভার স্কাউটসহ বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রমকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

তিনি জানান, শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশে দেশব্যাপী ক্রীড়া, সংস্কৃতি, বিতর্ক, বিজ্ঞান মেলা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ইনোভেশন এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতামূলক কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

মাহদী আমিন বলেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগত কাজের দক্ষতা, নেতৃত্ব, শৃঙ্খলা, আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ এবং কর্মজীবনমুখী দক্ষতা গড়ে তোলাই এসব উদ্যোগের প্রধান উদ্দেশ্য। পাশাপাশি অষ্টম শ্রেণি থেকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ল্যাব স্থাপন করা হবে।

তিনি বলেন, শিক্ষাকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে আরও বেশি সম্পৃক্ত করতে ইন্টার্নশিপ, অ্যাপ্রেন্টিসশিপ এবং হাতে-কলমে শেখার সুযোগ বাড়ানো হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের জন্য আরও প্রস্তুত হয়ে উঠবে।

রিজার্ভ চুরিতে অভিযুক্ত ১০

(প্রথম পাতার পর)

সময় লেগেছে এটা সত্য। কিন্তু এটার টেকনিক্যাল কারণগুলাও আছে। যেহেতু এটা অর্ডিনারি কোন মামলা না। অনেক টেকনিক্যাল আসপেক্ট আছে। অনেক দেশি বিদেশি সংস্থার সহায়তা আমরা নিয়েছি। এটার অফিশিয়াল ভার্সনটা পেতে আমাদেরকে অনেক সময় লেগেছে রাষ্ট্রীয়ভাবে এটা অ্যাপ্রুভাল হয়ে। তিনি বলেন, এফবিআই থেকে যখন একটা রিপোর্ট পাবেন ওদের তো একটা খুব হাইয়েস্ট লেভেল থেকে একটা এপ্রুভাল হওয়ার পরে ওরা দেবে, এই সভা এগুলো একটা টাইম কনজি সেই কারণে আমরা এখন গুছিয়ে এনেছি। আমরা এটা নিয়ে অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসে যোগাযোগ করেছি উনাদের যদি কোনো মতামত প্রয়োজন হয়। এটা আমাদের রুটি ওয়ার্কের মধ্যে ছিলো। এই মামলার তদন্ত ক্লোজ করে আনা হয়েছে আমরা আশা করি যে খুব বেশি দেরি হবে না অভিযোগপত্র দিতে।

অভিযোগপত্রে বাংলাদেশি যাদের নাম থাকবে তাদের গ্রেপ্তারের বিষয়ে তিনি বলেন, হ্যাঁ সেটা সেটা আমরা দেখবো। এটা আমাদের কন্সিডারেশন আছে ওইটা আমরা এখনো কোনো ফাইনাল কনক্লুশনে আসিনি। ইনশাল্লাহ অভিযোগপত্র কনক্লুড হলে আমরা গ্রেপ্তার অবশ্যই করব। মামলার ক্ষেত্রে যা করা প্রয়োজনীয় সুষ্ঠু তদন্তের ক্ষেত্রে আমরা তাই করব। এর আগে দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আর্থিক কেলেঙ্কারির অন্যতম বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি মামলার খসড়া অভিযোগপত্রে সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমানসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের ৯ কর্মকর্তার সংশ্লিষ্টতার তথ্য উঠে এসেছে। দীর্ঘ তদন্ত শেষে প্রস্তুত করা অভিযোগপত্রে অভিযুক্তদের দায়িত্বে অবহেলা, নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ঘাটতি এবং ঘটনার পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতার বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে বলে সিআইডি সূত্রে জানা গেছে।

সিআইডি সূত্র জানায়, রিজার্ভ চুরি মামলায় মোট ৬৪ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের ১০ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া গেছে। বাংলাদেশি অভিযুক্তদের মধ্যে সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান ছাড়াও কে এম আব্দুল ওয়াদুদ, শুভঙ্কর সাহা, রেজাউল করিম, মেজবাউল হক ও আবুল কাসেমসহ আরও কয়েকজনের নাম রয়েছে। তদন্ত সংশ্লিষ্টরা জানান, বাংলাদেশের ১০ অভিযুক্তের মধ্যে ৯ জনই বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা। তদন্ত সূত্রে জানা যায়, ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে থাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে ১০ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরি হয়। সুইফট পেমেন্ট ব্যবস্থায় ভুয়া বার্তা পাঠিয়ে অজ্ঞাতনামা হ্যাকাররা এ অর্থ সরিয়ে নেয়। ঘটনার ৩৯ দিন পর বাংলাদেশ ব্যাংক রাজধানীর মতিঝিল থানায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা করে। শুরু থেকেই মামলাটির তদন্ত করছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

তদন্তে সংশ্লিষ্টরা জানান, ঘটনার দিন সুইফট সিস্টেমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ফিশিং লিংক থেকে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবিলা এবং ঘটনার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের গাফিলতির তথ্য পাওয়া গেছে। পাশাপাশি তদন্তে উঠে এসেছে, ঘটনার পর বিষয়টি জানার পরও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে বিলম্ব হয়েছিল।

তদন্ত সূত্রে জানা যায়, মামলার তদন্তে দেখা গেছে বাংলাদেশের এই ১০ জন অভিযুক্ত আসামি এ ঘটনায় তাদের গাফিলতির প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং দায়িত্ব অবলা প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এছাড়া তারা অজানা কারণে ঘটনার দিনে সুইফ সিস্টেমের নিরাপত্তা যথাযথভাবে নিশ্চিত করেনি। ব্যাংকিং কার্যক্রম শেষে তারা হ্যাকারদের পাঠানো ফিশিং লিংকে ক্লিক করে সেটা ওপেন রেখে ব্যাংক থেকে বের হয়ে চলে যায়। তারা সিস্টেমের যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত না করে বের হয়ে চলে যান। ফলে হ্যাকাররা ঐ লিংক ব্যবহার করে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি করে নিয়ে যায়। ঘটনার পর অভিযুক্তরা বিষয়টি জানতে পারলেও পরে কোনো ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিনি। উল্টো তারা ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার নানা প্রচেষ্টা চালায়। এছাড়া তদন্তে রিজার্ভ চুরির ঘটনায় তাদের আরও সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে।

সিআইডি সূত্রে জানা যায়, গত ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে থাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে ১০ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরি হয়। অজ্ঞাতনামা হ্যাকাররা সুইফট পেমেন্ট পদ্ধতিতে ভুয়া বার্তা পাঠিয়ে এই বিপুল অর্থ হাতিয়ে নেয়। ঘটনার ৩৯ দিন পর রাজধানীর মতিঝিল থানায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা করে বাংলাদেশ ব্যাংক। শুরু থেকেই মামলাটির তদন্ত করছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

সিআইডি সূত্র আরও জানায়, গত বছরের ১১ মার্চ সাবেক আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলকে প্রধান করে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয় সদস্যের পর্যালোচনা কমিটি গঠন করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। ওই কমিটির তত্ত্বাবধানে রিজার্ভ চুরির মামলার তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। পরে গত ১ এপ্রিল খসড়া অভিযোগপত্র প্রস্তুত করে আইনি পরামর্শের জন্য অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে হস্তান্তর করে সিআইডি। খসড়া অভিযোগপত্রে দেশি-বিদেশি মোট ৬৪ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম রয়েছে। এর মধ্যে ফিলিপাইনের ৩৬, উত্তর কোরিয়ার ২, চীনের ৩, শ্রীলঙ্কার ৮, জাপানের ১, ভারতের ৪ এবং বাংলাদেশের ১০ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

বিশ্ববাজারে আরো কমলো

(প্রথম পাতার পর)

ডাও জোন্স সূচক আগের দিন ১.০ শতাংশ কমে ৫১,৪৯২.৫৫ পয়েন্টে বন্ধ হয়েছিল। জাপানের নিক্কেই ২২৫ সূচক ১.৭ শতাংশ বেড়ে ৭১,০৫৩.৪৯ পয়েন্টে বন্ধ হয়। হংকংয়ের হ্যাং সেং সূচক ২.২ শতাংশ কমে ২৩,৭৮৫.৭৫ পয়েন্টে নামে। সাংহাই কম্পোজিট সূচক ০.৪ শতাংশ কমে ৪,০৯০.৪৮ পয়েন্টে বন্ধ হয় ও লন্ডনের এফটিএসই ১০০ সূচক ০.৬ শতাংশ কমে ১০,৪৪৯.৩৭ পয়েন্টে দাঁড়ায়। চুক্তি স্বাক্ষরের পর ইউরো-ডলার বিনিময় হার ১.১৪৯৪ ডলার থেকে বেড়ে ১.১৫২১ ডলারে ওঠে। পাউন্ড-ডলার বিনিময় হার ১.৩২৮২ ডলার থেকে বেড়ে ১.৩৩১৫ ডলারে পৌঁছায়। ডলার-ইয়েন বিনিময় হার ১৬০.৭১ ইয়েন থেকে সামান্য কমে ১৬০.৬৮ ইয়েনে নেমে আসে। ইউরো-পাউন্ড বিনিময় হার ৮৬.৫৩ পেন্স থেকে সামান্য কমে ৮৬.৫১ পেন্সে দাঁড়ায়। তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধের পর দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তির সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আশাবাদ তৈরি হয়েছে। এই যুদ্ধ জ্বালানি বাজারকে অস্থির করে তুলেছিল এবং বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির ওপর নতুন চাপ সৃষ্টি করেছিল।

মানবিক সহায়তা-শান্তি প্রতিষ্ঠায়

(প্রথম পাতার পর)

বাংলাদেশ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারণ, দুর্যোগ প্রস্তুতি জোরদার, নারীর ক্ষমতায়ন এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহায়তায় কাজ করে যাচ্ছে। একই দিনে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা (ডব্লিউপিএস) বিষয়ক উন্মুক্ত বিতর্কে অংশ নিয়ে প্রতিমন্ত্রী শান্তি প্রতিষ্ঠা, সংঘাত প্রতিরোধ এবং সংঘাত-পরবর্তী পুনর্গঠনে নারীদের অপরিহার্য ভূমিকার ওপর আলোকপাত করেন। তিনি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত বাংলাদেশি নারী শান্তিরক্ষীদের পেশাদারিত্ব, নেতৃত্ব ও অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং শান্তি ও নিরাপত্তা খাতে নারীদের অর্থবহ অংশগ্রহণ বৃদ্ধির আহ্বান জানান। প্রতিমন্ত্রী বিশ্বব্যাপী সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে নারী ও শিশুদের ক্রমবর্ধমান দুর্ভোগ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে তিনি ক্রমবর্ধমান মানবিক অর্থায়ন ঘাটতি মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করে তাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে দ্রুত প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানান। আগামী ১৮ জুন প্রতিমন্ত্রী ইকোসকের ২০২৬ হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাফেয়ার্স সেগমেন্টের হাই-লেভেল প্যানেল ডিসকাশন-২-এ অংশ নেবেন। একই দিন তিনি জাতিসংঘ সদর দফতরে ইউএন উইমেনের আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল ও নির্বাহী পরিচালক সিমা বাহাউসের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন।

একদিনে হাম সন্দেহে আরো

(প্রথম পাতার পর)

হাজার ৭৩৩ জন। গত ১৫ মার্চ থেকে ১৮ জুন পর্যন্ত সন্দেহজনক হাম রোগে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৭৪ হাজার ১৮৪ জন। একই সময়ে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন ৭০ হাজার ৫০৩ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় হাম সন্দেহে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং গত ১৫ মার্চ থেকে ১৮ জুন পর্যন্ত সন্দেহজনক হামে মোট ৫৭৩ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হামে কারও মৃত্যু হয়নি এবং গত ১৫ মার্চ থেকে ১৮ জুন পর্যন্ত নিশ্চিত হামে ৯৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

রাজধানীতে শুরু তিন দিনব্যাপী

(প্রথম পাতার পর)

আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ। দেশীয় ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি, সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাস, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্প্রসারণ, পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ফল রপ্তানির সম্ভাবনা তুলে ধরতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে এ মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

উদ্বোধনের পর মেলায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষণা সংস্থা, কৃষি উদ্যোক্তা ও কৃষকদের স্টল পরিদর্শন করেন কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ। এ সময় দেশিয় ফলের উৎপাদন, আধুনিক চাষাবাদ, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ প্রযুক্তি, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তিনি। মেলা উদ্বোধন ও স্টল পরিদর্শন শেষে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে 'করব মোরা ফল চাষ, সংরক্ষণ করব বারো মাস' শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. রফিকুল ই মোহাম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ। সেমিনারের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. সেলিম খান। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. হাসনাত মোহাম্মদ সোলায়মান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী বলেন, দেশে ফল উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, লিচু, আনারস, ড্রাগন ফলসহ বিভিন্ন ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারেও বাংলাদেশের ফলের চাহিদা বাড়ছে। নিরাপদ ও মানসম্মত ফল উৎপাদন, আধুনিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সম্প্রসারণ এবং রপ্তানি বৃদ্ধি করা সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার।

তিনি বলেন, ফল মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কৃষকের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ফলের অপচয় রোধ ও বছরব্যাপী সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে তিনি প্রতিটি পরিবারকে ফলের গাছ রোপণ এবং নিয়মিত দেশিয় ফল গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

এবারের মেলায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত কৃষক, কৃষি উদ্যোক্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা অংশগ্রহণ করেছে। মেলায় দেশীয় মৌসুমী ও অপ্রচলিত ফল, ফলভিত্তিক প্রক্রিয়াজাত পণ্য, উন্নত কৃষি প্রযুক্তি, উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং ফল চাষ ও সংরক্ষণ বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও প্রযুক্তি প্রদর্শন করা হচ্ছে।

পদ্মায় ডুবে যাওয়া সেই

(প্রথম পাতার পর)

পদ্মা নদীতে ডুবে যায়। এ ঘটনায় বাসের চালক ও তার সহকারী আহত হন। দুর্ঘটনার পর বিআরটিএ রাজবাড়ী সার্কেলের মোটরযান পরিদর্শক লিটন কুমার দত্ত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পরে বিআরটিএ'র তথ্যভাণ্ডার (ডাটাবেজ) পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাসটির ট্যাক্স টোকেন, ফিটনেস সনদ এবং রুট পারমিট সবকটিরই মেয়াদ অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। এই ঘটনার পর বাসটির নিবন্ধন এবং চালকের প্রশিক্ষণ-সংক্রান্ত অনুমোদন সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে কর্তৃপক্ষ। এদিকে বাসডুবির ঘটনায় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তদন্ত কমিটির প্রধান ও রাজবাড়ীর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উছেন মে জানান, তদন্ত প্রতিবেদনে ঘাট এলাকার বিভিন্ন অনিয়ম ও নিরাপত্তা-সংক্রান্ত ঘাটতির বিষয় উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে দুর্ঘটনা এড়াতে ও নিরাপত্তা জোরদারে একাধিক সুপারিশ করা হয়েছে।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ঘাট এলাকায় পর্যাপ্ত সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা; পন্টুন ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট মেরিন বিভাগের যেকটি ত্রুটি রয়েছে তা দ্রুত সংশোধন করা; বাসটির রুট পারমিট-সংক্রান্ত অনিয়মের বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া। গোয়ালন্দ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও তদন্ত কমিটির সদস্য সচিব সাথী দাস জানান, তদন্ত প্রতিবেদনে আমরা দুর্ঘটনার বিষয়ে অনেকগুলো ত্রুটি খুঁজে পাই। সেগুলো প্রতিকারের সুপারিশও করা হয়েছে। সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা হলে ভবিষ্যতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমবে বলে আশা করছি। সড়কে ও ঘাটে এ ধরনের ফিটনেসবিহীন গাড়ি চলাচলের বিষয়ে জানতে চাইলে পাংশা হাইওয়ে থানার ওসি সৈয়দ আল মামুন বলেন, বিভিন্ন ধরনের তদবির ও প্রভাবের কারণে স্থানীয় পর্যায়ে অনেক সময় বাসের রুট পারমিট ও ফিটনেস সনদ যথাযথভাবে যাচাই করা সম্ভব হয় না। তার মতে, নিয়মিত ও কঠোর তদারকি নিশ্চিত করা গেলে এ ধরনের অনিয়ম এবং দুর্ঘটনা অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব।

আহলাদীপুর হাইওয়ে থানার ওসি মো. মুরাদ হোসেন বলেন, আমরা নিয়মিত যানবাহনে কাগজপত্র চেক করি। অনেক সময় সব গাড়ির কাগজ চেক করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সন্দেহ হলেও আমরা গাড়ি থামিয়ে চেক করি।

কারাগারে অভিনেতা জাহের

(প্রথম পাতার পর)

আইনজীবীর মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করে জামিনের প্রার্থনা করেন। শুনানি শেষে আদালত আসামির জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগার পাঠানোর নির্দেশ দেন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী হারুন অর রশীদ এই তথ্য নিশ্চিত করেন। জামিন আবেদনে উল্লেখ করা হয়, আসামি এই ঘটনার সঙ্গে কোনোভাবেই সম্পৃক্ত নয়। প্রেমের বিয়ে করার কারণে বাদী শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জিদ ও প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে হয়রানিমূলকভাবে মামলাটির দায়ের করেন। মামলার এজাহারে তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ নেই। আসামি ঈদ উপলক্ষে নাটক নির্মাণের জন্য গত ২৫ ফেব্রুয়ারি নেপালে অবস্থানকালে তার বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করেন।

আরও বলা হয়, আসামি গুরুতর অসুস্থ। ক্রনিক অ্যাজমা ব্রঙ্কাইটিস বা গুরুতর হাঁপানি রোগে ভুগছেন। গত ১৩ জুন আসামি অ্যাজমা এ্যাটাক হয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। আসামির বর্তমান শারীরিক অবস্থায় কোনোভাবেই বদ্ধ জায়গায় বা জেল-হাজতে আটক রাখা সমীচীন হবে না। যা কিনা তার শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য জামিনে মুক্তি দিয়ে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা অনিবার্য। এদিন আসামি পক্ষের আইনজীবী ঢাকা বারের সভাপতি আনোয়ার জাহিদ ভুইয়াসহ অনেকেই তার পক্ষে জামিন চেয়ে শুনানি করেন।

বাদীপক্ষ থেকে এর বিরোধিতা করা হয়। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত আসামির জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মিরপুরের ডিওএইচএসে বাসা থেকে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ইকরাকে উদ্ধার করে পরিবারের সদস্যরা। পরে বাসার মালিকসহ স্বজনরা মিলে তাকে কুর্মিটোলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ওইদিন রাতেই মামলা করেন ইকরার বাবা কবির হায়াত খান। দীর্ঘদিনের 'পারিবারিক কলহ ও বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের কারণেই' ইকরা আত্মহত্যা করতে 'বাধ্য হয়েছেন' বলে মামলায় অভিযোগ করেন তিনি। আলভী ও ইকরা বিয়ে করেন ২০১০ সালে, তাদের সংসারে একটি ছেলে সন্তান রয়েছে। এই মামলায় গত ৪ জুন জাহের আলভীর মা নাসরিন সুলতানা শিউলি আত্মসমর্পণ করে জামিন পেয়েছেন।

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সর্বোচ্চ

(প্রথম পাতার পর)

৯০তম বিএমএ দীর্ঘমেয়াদি কোর্সের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ ও বিশেষ প্যারেড অনুষ্ঠানে এসব কথা বলা হয়। গত ১৮ জুন আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অভিবাদন গ্রহণ করেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। দুই বছরের কঠোর প্রশিক্ষণ শেষে দেশ-বিদেশের ক্যাডেটরা এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন।

একাডেমিতে প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এদিন দ্বিতীয় বাংলাদেশ ব্যাটালিয়নের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্ব তৈরিতে এই ব্যাটালিয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার কথাও অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হয়।

প্রশিক্ষণে অনন্য শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য ব্যাটালিয়ন সিনিয়র আন্ডার অফিসার খাইরুলকে 'সোর্ড অব অনার' ও 'সেনাবাহিনী প্রধান স্বর্ণপদক' প্রদান করা হয়। এছাড়া তানজানিয়ার ক্যাডেট সার্জেন্ট আবু বকর 'বিএমএ ট্রফি অব এক্সিলেন্স' অর্জন করেন। অনুষ্ঠানে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবুয়ে এবং জাম্বিয়া থেকে আগত উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিদল উপস্থিত ছিলেন। বিদেশি ক্যাডেটদের সফলতার প্রশংসা করে তাদের নিজ নিজ দেশে বাংলাদেশের 'শুভেচ্ছা দূত' হিসেবে অভিহিত করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পক্ষ থেকে নবীন অফিসারদের বিশেষ সালাম ও অভিনন্দন পৌঁছে দেন সেনাপ্রধান। তিনি ক্যাডেটদের সেনাবাহিনীর মূলমন্ত্র 'সমরে আমরা, শান্তিতে আমরা, সর্বত্র আমরা দেশের তরে' আদর্শে উজ্জীবিত হওয়ার নির্দেশ দেন। পরিশেষে নবীন কর্মকর্তাদের অভিভাবক ও সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে সবার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করা হয়।

এমপিরা ঋণখেলাপি নন, হয়তো

(প্রথম পাতার পর)

তিনি বলেছেন, নির্বাচনের আগে সামান্য কিছু টাকা দিয়ে কীভাবে ঋণ পুনঃতফসিল (রিসিডিউলিং) করা হয় এবং উচ্চ আদালতে রিট করে স্থগিতাদেশ (স্টে অর্ডার) নিয়ে নির্বাচন করা হয়, তা সবারই জানা।

গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে এই পাল্টাপাল্টি যুক্তিতর্ক হয়। এ সময় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করছিলেন ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামাল।

'ব্যাংকগুলো সরকারকে কীভাবে ঋণ দেবে?'

বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা ব্যাংকিং খাতের বেহাল দশা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বিনিয়োগ যদি একপাশে সরিয়েও রাখি, ব্যাংক সরকারকে ঋণ দেবে কোথা থেকে? এই সংসদে দাঁড়িয়ে বলতে হচ্ছে, দেশে মোট মন্দ ঋণের পরিমাণ ৬ লাখ ৪৪ হাজার কোটি টাকা।

এর সঙ্গে অবলোপন, পুনঃতফসিল করা এবং মামলার কারণে আটকে থাকা টাকাগুলো যেটা এখনো খাতায় তোলা হয় নাই, তা যোগ করলে এই পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে ১১ লাখ কোটি টাকা; যা মোট ঋণের ৫৯.৭৩ শতাংশ। ব্যাংকগুলো চাইলেও সরকারকে বেশি সহায়তা দিতে পারবে না। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে টাকা ছাপানো ছাড়া উপায় থাকে না, যাকে আমরা 'হাই পাওয়ারড মানি' বলি। এতে মূল্যস্ফীতি বাড়ে।

এসময় সংসদে ফ্লোর নিয়ে বর্তমান সংসদের মর্যাদা তুলে ধরে ফজলুল হক মিলন বলেন, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সবাই বলছেন যে এই সংসদ একটি ব্যতিক্রমধর্মী সংসদ। অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম ও ত্যাগের বিনিময়ে, একটি সর্বজন গ্রহণযোগ্য অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে এই সংসদ গঠিত হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশে-বিদেশে আমরা সম্মানিত হয়েছি, দেশবাসীও সম্মানিত হয়েছে। বিগত অনেক বছর 'ভোটারবিহীন' নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদকে কলুষিত করা হয়েছিল। সেই জায়গা থেকে এই সংসদের মর্যাদা অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক উচ্চে বলে আমরা মনে করি।

'এটি ঋণখেলাপিদের সংসদ'

অধিবেশনে ফ্লোর নিয়ে বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ ও এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম সংসদ সদস্যদের ঋণখেলাপি হওয়ার বিষয়টি সামনে আনেন। তিনি বলেন, আমি প্রথম অধিবেশনেও অনেক সম্মানিত সংসদ সদস্যের কত ঋণখেলাপি রয়েছে, তার সংখ্যা উল্লেখ করেছিলাম, তবে সম্মানের কারণে নাম প্রকাশ করিনি। এখন যে দল ঋণখেলাপিদের নমিনেশন দিয়ে সংসদে নিয়ে আসে, এটা তাদের দায়। সংসদে এতগুলো ঋণখেলাপি থাকলে সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই এই সংসদকে 'ঋণখেলাপিদের সংসদ' বলবে।

তিনি স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, সংসদকে আমরা সার্বভৌম বলি। এখন এই সংসদে যদি আমরা ঋণখেলাপিদের 'ঋণখেলাপি' বলতে না পারি, তাহলে কোথায় বলব? আমার অনুরোধ থাকবে, এ ধরনের শব্দ এক্সপাঞ্জ (বাদ দেওয়া) করার মতো কোনো বক্তব্য নয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আইনি ব্যাখ্যা ও আপত্তি

বিরোধীদলীয় চিফ হুইপের বক্তব্যের জবাব দিতে দাঁড়িয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, মহান জাতীয় সংসদের সব সদস্যকে সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের উচিত। এখানে যারা আছেন, কেউ ঋণখেলাপি নন। নির্বাচনী আইন (আরপিও) এবং অন্যান্য বিধিমালা অনুসারে, আদালত কর্তৃক কেউ ঋণখেলাপি সাব্যস্ত হলে তিনি নির্বাচনের অযোগ্য হন। তার নমিনেশন অবৈধ হয়ে যায়।

তিনি বলেন, যাদের নমিনেশন দেওয়া হয়েছে, তাদের কারও কারও বিরুদ্ধে ব্যাংকের বা প্রাইভেট মামলা ছিল, কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট থেকে সেগুলো নিষ্পত্তি হওয়ার পরই তারা বৈধ প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গিয়ে 'ঋণগ্রস্ত' হতে পারেন, কিন্তু 'ঋণখেলাপি' হিসেবে তাদের ডিফেম (মানহানি) করা হচ্ছে। এটি মানহানিকর বক্তব্য, এটি এক্সপাঞ্জ হওয়া উচিত।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে রুমিন ফারহানার পাল্টা জবাব

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের পর ফ্লোর নিয়ে আইনি ফাঁকফোকরের বিষয়টি তুলে ধরেন রুমিন ফারহানা। টিআইবির (ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ) তথ্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'টিআইবি সম্প্রতি বলেছে, এই সংসদের সদস্যদের কাছে দেশের ব্যাংকগুলোর পাওনা ১১ হাজার ৩৫৬ কোটি টাকা।'

আইনজীবী হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, আমি যেহেতু একজন আইনজীবী, নির্বাচনের আগে সামান্য কিছু টাকা দিয়ে কীভাবে রিশিডিউলিং করা হয়, সেটা আমি খুব ভালো করেই জানি। সিআইবির (ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো) নাম আসার পর কীভাবে রিট পিটিশন দাখিল করে তা স্টে (স্থগিত) করে ইলেকশন করা হয় এবং এরপর আবারও সুদ দেওয়া বন্ধ করা হয়, সেটাও আমরা ভালো বুঝি।

এক বছরে বাংলাদেশিদের

(প্রথম পাতার পর)

৮২ কোটি ২৭ লাখ ফ্রাঁ। অর্থাৎ মোট জমার ৯৮ দশমিক ৬ শতাংশই ধরে রেখেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাংক।

অন্যদিকে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশি ব্যক্তিমালিকানাধীন বা একক গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে জমার পরিমাণ প্রায় ১০ শতাংশ কমে গেছে। ২০২৪ সালের ১ কোটি ২৬ লাখ ফ্রাঁর বিপরীতে ২০২৫ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ১৪ লাখ ফ্রাঁ। তবে সুইস ব্যাংকের এই বার্ষিক রিপোর্টে শুধু বৈধ ও অফিশিয়াল হিসাবের তথ্যই আসে, ফলে বহুল আলোচিত কালো টাকা বা পাচার হওয়া অর্থের পরিমাণ কত, তা এই হিসাব থেকে জানার সুযোগ নেই।

কর ফাঁকি ও অর্থ পাচার রোধে ২০১৮ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী অটোমেটিক এক্সচেঞ্জ অব ইনফরমেশন (এইওআই) বা স্বয়ংক্রিয় তথ্য বিনিময় প্রথা চালু করেছে সুইজারল্যান্ড। এর আওতায় গ্রাহকের নাম, ঠিকানা, কর শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) এবং ব্যাংক ব্যালেন্সের তথ্য সংশ্লিষ্ট দেশের কর কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ২০২৫ সালে সুইস ফেডারেল ট্যাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফটিএ) বিশ্বের ১০১টি দেশের সঙ্গে প্রায় ৩৪ লাখ আর্থিক অ্যাকাউন্টের তথ্য বিনিময় করেছে।

তবে ওইসিডি গ্লোবাল ফোরাম অন ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অব ইনফরমেশন ফর ট্যাক্স পারপাসেস ২০২৬-এর মে মাসের সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী, বাংলাদেশ এখনো এই অটোমেটিক এক্সচেঞ্জ অব ইনফরমেশন (এইওআই) চুক্তিতে সই করেনি।

দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ

সুইস ব্যাংকে অর্থ রাখার দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এখন দ্বিতীয়। এই অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি অর্থ রয়েছে ভারতের, প্রায় ৩২০ কোটি সুইস ফ্রাঁ। তবে গত বছরের তুলনায় তাদের জমার পরিমাণ ৮ শতাংশ কমেছে। অন্যদিকে ভারতসহ পাকিস্তান, নেপাল ও ভুটানের জমার পরিমাণ কমলেও বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও মালদ্বীপের জমার পরিমাণ ২০২৫ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অঞ্চলে শতাংশের হিসাবে সবচেয়ে বেশি (৪৮ দশমিক ২ শতাংশ) প্রবৃদ্ধি হয়েছে যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানের।